বিএনপি কী গণমাধ্যম বিমুখ হলো?

একজন নয় দু’জন নয় ২জন সাংবাদিক বিএনপি কর্মীদের হামলায় আহত! অবাক না হয়ে উপায় কী? একজন দু’জন হলে না হয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। কিন্ত সংখ্যাটা যখন এত বেশি তখন বলতেই হবে সাংবাদিকদের ওপর বিশেষ ক্ষোভ রয়েছে বিএনপি কর্মীদের। শুধু তাই নয়, বলতে হবে এই হামলা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত। কিন্তু কেন? সাংবাদিকদের সঙ্গে তো রাজনৈতিকে কর্মীদের শত্রুতা থাকার কথা নয় বরং বন্ধুত্ব থাকার কথা। যুগে যুগে তাই ছিল। কিন্তু কেন জানি, এই ২৮শে অক্টোবরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৯০ এর গণঅভ্যূত্থানের ধারাবাহিকতা ভাঙলো।

আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, কোন রাজনৈতিক দল যেটা করবে সাংবাদিক সেটা প্রচার করবে। সারাদেশের মানুষ তাদের মাধ্যমেই কী হয়েছে সেটার একটা চিত্র পাবে এবং তার এই মুহূর্তের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ২৮শে অক্টোবর আমরা কী দেখলাম? দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে একের পর এক সাংবাদিকের ওপর হামলা করা হলো। মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হলো। টেলিভিশনের গাড়ি ভাঙা হলো। অদ্ভুদ। আগে কখনো এরকম দেখেছি বা শুনেছি বলে আমি মনে করতে পারছি না।

একদল লোক যাদের কাজ তথ্য সংগ্রহ করা এবং ছবি তোলা। তারা নানা ঘটনার ছবি তোলে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। পরে এই ছবি এবং তথ্য মিলিয়ে মানুষকে খবর জানায়। তাহলে কী এখন আমরা বলবো গণমাধ্যমকে বিএনপির দরকার নেই? আমার মনে হয়, সেটা বলার যায়। কারণ আমরা জানি, গত দুই মাস ধরে বিএনপি দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা দেশের অন্যতম দুটি টেলিভিশনে যাবে না এবং কথা বলবে না।

দুই টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার সিদ্ধান্তটা অবশ্য প্রকাশ্য। গণমাধ্যমের প্রতি কোন রাজনৈতিক দলের এমন প্রকাশ্য বিদ্বেষ অবশ্য বিরল। কিন্তু কাজটি তারা করছে। সেই ধারাবাহিকতায় চিন্তা করলে বলা যায়, সাংবাদিকদের প্রতি বিএনপি কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষ রয়েছে। আরও বলা যায় এই বিদ্বেষ সদ্য নয়। বেশ পুরোনো। না হলে একদিনেই ২৭ জন সাংবাদিকের ওপর হামলার সিদ্ধন্ত নেয়া যায় না।

আমি আহত কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বেশিরভাগই ফটো সাংবাদিক। তারা প্রত্যেকেই কাজ করছিলেন। অর্থাৎ এই হামলা মাঠে কর্মরত সাংবাদিকের ওপর হামলা। যারা হামলা শিকার হয়েছেন, তারা নিজের পরিচয় লুকাননি। যে কারণে বিএনপি কর্মীদের হামলার জন্যে তাদের খুঁজে বের করতে দেরি হয়নি। পরে কেউ কেউ অবশ্য পরিচয় লুকিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন।

২৮শে অক্টোবর নিশ্চয়ই সাংবাদিকরা বার্তা পেয়ে গেছেন যে, এখন থেকে বিএনপির খবর সংগ্রহ করতে হলে সাবধানে করতে হবে। সেই সাবধানতা বিএনপির জন্যে কতটুকু ভালো হবে, আমি জানি না। কিন্তু সাংবাদিকদের অনেকেই বিএনপির কর্মসূচির্ খবর সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতে চাইবেন না, এটা এখন স্বাভাবিক। এই সরল সত্য বোঝার ক্ষমতা বিএনপি নেতাদের নেই, সেটা ভাবতে চাই না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন বিএনপি প্রচলিত গণমাধ্যমকে এমন বার্তা দিল? তারাতো একটি রাজনৈতিক দল। নিজেদের কথা তো বলতেই হবে। তাহলে মাধ্যমটি কী হবে? এখনতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়া, আমি কোন মাধ্যম দেখছি না। তারা যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়েছে, সে নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকার কথা নয়। সেকথা পাঠক্ও নিশ্চই জানেন। কিন্ত প্রচলিত গণমাধ্যম ফেলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর কতটা ঠিক হলো?

চরিত্র অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যেমে যা খুশি তাই বলা যায়। কিন্তু একজন গণমাধ্যম কর্মী কখনই যা খুশি তা বলতে পারেন না। কিছু বলতে হলে তাকে নানা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বলতে হয়। তার ক্লু লাগে সোর্স লাগে। নিশ্চিত হওয়ার দরকার পড়ে। তাই একজন সাংবাদিক যেটা বলেন সেটার ওপর মানুষ ভর করতে পারেন। কিন্তু সত্যের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধমের ওপর ভরে করলে সেই ফল যে খুব ভালো হওয়ার কথা নয়, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

সা্ংবাদিক তার কাজের পদ্ধতির কারণে হয়তো বিএনপিকে খুশি করতে পারছে না। যেকারণে তারা আজ প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখ। এখন বিএনপির এই প্রচলিত গণমাধ্যম বিমুখতার সূত্র ধরে কেউ যদি বলে, এই মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধেমে সরকার বিরোধী যত প্রপাগাণ্ডা এসবই বিএনপির পরিকল্পিত তিনি কী ভুল বলবেন? কেউ যদি বলেন সাংবাদিকদের হামলার পরিকল্পনা এবং সরকার বিরোধী প্রপাগাণ্ডার পরিকল্পনা একই সূত্রে গাঁথা, তিনিও কী ভুল বলবেন?

তাদের কথা ভুল না ঠিক সেটা আমার মূল আলোচনা নয়। মূল কথা হচ্ছে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর ভর করে বৈতরনী পার হওয়া যাবে না। কারণ তারা একটি রাজনৈতিক দল। সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা বলে তাদের জন্ম। কিন্তু আমাদের এখনকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভরকেন্দ্র হচ্ছে ঘৃণা। এই ঘৃণা দিয়ে আর যাই হোক, মানুষের কল্যাণ করা যায় না।

এই লেখা লিখতে লিখতেই খবর পেলাম, শনিবারের সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা বলেছে, ২৮ অক্টোবর ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা হয়েছে তা অগ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ প্রতিটি সহিংসতা পর্যালোচনা করা হবে। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার জন্য এই সহিংসতা আমলে আসবে। আপাতত আর কিছু বলতে চাই না। শুধু বলি, মাথাভরা ঘৃণা থাকার ফল যে ভাল কিছু আনে না, তা প্রমাণের জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

লেখক: গণমাধ্যম কর্মী।

হরতাল প্রতিরোধে চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক পুলিশ হত্যা, কাকরাইল মসজিদ ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহলের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ এবং বিএনপি-জামায়াতের দেওয়া হরতাল প্রতিরোধে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগ।

গতকাল রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের মোহাম্মদী শপিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন অফিসে যুবলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল সহকারে এসে সমবেত হয়। এরপর জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার শত শত নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে

দেন। পরে যুবলীগের এসব নেতাকর্মীরা চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়, রেল বাজার, টার্মিনাল, পৌর কলেজ মোড়, স্টেশন, কলেজ মোড়, চৌরাস্তার মোড়, কোর্ট মোড়, জীবননগর বাসস্ট্যান্ড মোড় ও ভিমরুল্লাহ-জেলখানা মোড়ে শান্তি পুর্ণভাবে অবস্থান নিয়ে হরতাল প্রতিরোধ করে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল, যানবাহনের চলাচল ও দোকানপাট খুলতে সাধারণ ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে। যার ফলে চুয়াডাঙ্গার হরতাল ঢিলেঢালায় রুপ নেয়।

পরে বিকেলে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহীদ হাসান চত্বরসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বের স্থানে এসে শেষ হয়। তখন একইস্থানে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। এছাড়া এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজ্জাদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাফু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, যেখানেই বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, সেখানেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুবলীগ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল যুবলীগকে সেই নির্দেশনায় দিয়েছেন। তাই আজ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, শেখ শাহী, হাসানুল ইসলাম পলেন, বিপুল জোয়ার্দ্দার, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, টিটু, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য খালিদ মন্ডল, দিপু বিশ্বাস, তানভীর রেজাল্ট টুটুল,চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারণ সম্পাদক খানজাহান আলী, ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সহ-সভাপতি জুয়েল, ৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ বিপ্লব,

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক লালটু, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন,মমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছোট, বঙ্গ, শিমুল, মমিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মাসুম, আমজেদ, রিঙ্কু, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, লোকমান হোসেন, মহসিন হক রনি, টিপু, হীরা, মুন্না, শান্ত, মামুন, আশা, সুমন, নোমান, সজীব,শাওন রেজা কবীর,হাসান,সজল,লিপটন, তারিক, রনি, জনি, শফিক, সিকদার, বাচ্চু, আলতাফ, জিপু, তুষার, সোহান, জুয়েল, সবুজ, রাজন, আলো, রানা, বিপুল, সঞ্জু,আমান, রুবেল, মিন্টু, বিন্দু, সুশান্ত, সুমন, সাঈদ, শাকের, রসূল, মোখলেছ, মহাদেব, চঞ্চল, জনি, জাহিদ, বিপ্লব,চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, নোমান, কাফি, তানজির, মিশা, টিলু, ছাত্রলীগ নেতা ইমাদু ওয়াসিম, শাকিল আহমেদ তূর্য, সাহেব মাহমুদ, সাব্বির, কবির, জিম, বিপুল, নয়ন, আরিন, মেহেদী, সারুক, পাপন, শোভন সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনায় শান্তি উন্নয়ন সমাবেশে এমপি টগর

বিএনপি – জামাতের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নৈরাজ্য অপরাজনীতি ও অব্যহত দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ রবিবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা রেলবাজার সংলগ্ন আকাশ শপিং কমপ্লেক্সের সামনে বঙ্গবন্ধু চত্বরে এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়। দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তুম আলীর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের উন্নয়নের রূপকার হাজী আলী আজগার টগর।

এ শান্তি সমাবেশে তিনি বলেন বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাস,

জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্য, অপরাজনীতি ও অব্যাহত দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দিতে হবে।তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের রুপকার জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের স্বর্ন শেখরে।জাতির জনকের স্বপ্ন পৃরনে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।অবহেলিত এই জনপদের উন্নয়ন হয়েছে চোখে পড়ার মত।সারা বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় রাস্তা ব্রীজ,কালভার্ট স্কুল, কলেজ,মাদ্রাসা মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।এ সব উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিএনপি-জামাত,তারা অহেতুক অরাজকতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালসহ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পায়তারা করছে।একাত্তরের পরাজিত শক্তি জামাত ও বিএনপি যতই অরাজকতা সৃষ্টি করুক না কেন এদেশের জনগন তা শক্তহাতে প্রতিহত করবে।তাই আসুন দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে বিরোধী দলের অপশক্তিকে রুখে দিতে আবারো নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠনে সহায়তা করি।জামাত- বিএনপি সমাবেশের নামে পুলিশ সাংবাদিকে হত্যা করছে। তাই কোন ভাবেই বিএনপি জামাত মাথা চড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা পৌর আ’লীগের সহ সভাপতি শফিকুল ইসলাম,আ’লীগ নেতা,জয়নাল আবেদীন নফর,আব্দুল হাকিম,দর্শনা পৌর কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি,কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ,সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ’আলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

চুয়াডাঙ্গাসহ ৪ উপজেলায়

বিএনপি-জামায়াতের ৩৮ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়েতের ৩৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোরে জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায় নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে নয়জন, আলমডাঙ্গায় বারো জন, দর্শনায় পাঁচজন ও দামুড়হুদা মডেল থানায় তিনজন ও জীবননগর থানায় পুলিশের অভিযানে নয়জন বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন (৫০), আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াত ইসলামীর কর্মী তোফাজ্জল হক (৫৮), একই উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন (৩৩), চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ঠান্ডু (৫০), হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার (৫৫), খাসকররা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী (৩৫),২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম (৪৫), ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফারুক আহমেদ (৫৫), ৪ নং ওয়ার্ডের জামায়াতের সেক্রেটারি হারুন অর রশিদ (৪০),আইলহাস ইউপি, ৯ ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম (৫০), কালিদাসপুর ইউনিয়নের জামায়াতের আমির রবজেল আলী (৬০) ও সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক (৫০)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা যুবদল ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব (৩৫), চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম(৩৬), সদর থানা ছাত্রদল যুগ্ন আহবায়ক বিল্লাল হোসেন (৩৮), কুতুবপুর ইউপি ৮ নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারি(বিএনপি) হাবিল উদ্দিন (৪২), কুতুবপুর ইউপি ৬ নং ওয়ার্ডের দপ্তর সম্পাদক (বিএনপি) ডালিম হোসেন (৪৩), বিএনপি

সমর্থক ইমদাদুল হক মজনু(৪৪) আকাশ(৩২) সোহেল(৪২) জামাত ইসলাম সমর্থক রাজন উদ্দিন(৩৫)।
দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন দামুড়হুদার সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন ও জামায়াত কর্মী রফিকুল ইসলাম।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল চঞ্চল (৫১), নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী (৪৮) ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলী (৩৫), দর্শনা পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মন্টু মন্ডল (৪৫) ও দর্শনা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্বাস আলী (২২)। এসময় তাদের নিকট থেকে সাতটি বোমা সদৃশ বস্তু, নয়টি বাঁশের লাঠি ও চারটি লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন জীবননগর পৌর কৃষক দলের সভাপতি ইউনুচ আলী (৫৫), জেলা বিএনপির সদস্য আবুল হোসেন (৫৮), পৌর বিএপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান আলী (৩৬), বিএনপি কর্মী সূজা উদ্দিন (৪৯), হাবিবার রহমান (৪৫), আমজাদ হোসেন (৫৮), আমিনুল ইসলাম (২৬), মিলন (৪৩), শাহিন উদ্দিন (৩৬) ও ইসরাফিল হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেন। এসম তাদের কাছে থাকা ৪ টি অবিস্ফোরিত ককটেল সাদৃশ্য বস্তু এবং বিস্ফোরিত ককটেলের জোয়ার্দ্দার কৌটার অংশ বিশেষ ২ টি টুকরা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, নাশকতা পরিকল্পনাকারী, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত ৩৮ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে আজ দুপুরের পর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরতাল শেষে ৩ দিন অবরোধের ডাক

দিল বিএনপি

মহাসমাবেশ ও একদিনের হরতাল শেষে এবার টানা তিন দিন অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি। হরতাল কর্মসূচি শেষে আজ রবিবার সন্ধ্যায় দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন।

রিজভী বলেন, দেশের সীমাহীন বঞ্চনা, অব্যাহত দুর্নীতি-লুটপাট, ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার, নেতাকর্মীদের বাড়িতে তল্লাশির নামে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ৩১ অক্টোবর, ১ ও ২ নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে। রেলপথ, নৌপথ, রাজপথ সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ‘সারা দেশে আমাদের অসংখ্য নেতাকর্মী কারাগারে। অনেকেই গুম-খুন হয়েছেন। আমাদের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। তাকে বিদেশে পাঠানোর মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দিচ্ছে না। তাকে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।’

এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম, সহ-অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন প্রমুখ ।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল

বিএনপি’র অগ্নিসন্ত্রাস,নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সহিংস ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (২৯ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মেহেরপুর জেলা

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন,মেহেরপুরের এই রাজপথ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমরা দখলে রাখবো সন্ত্রাস ও বিএনপির অপকর্মের বিরুদ্ধে। যেখানেই ষড়যন্ত্র দেখবো সেখানেই প্রতিবাদ করবো।

তিনি আরো বলেন,বিএনপির এই ষড়যন্ত্রীরা কোনরকম মুখ দেখিয়ে অলি গলি দিয়ে আজকে পালালো। ওরা পালানোর দল,ওরা পরাজিত অতএব আমরা জানি যারা অপরাধ করে,দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করে তাদের কোনো মনোবল থাকে না।

এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস,যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম,বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা, বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ জামান,শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন,কুতুপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর সালাম বাঁধন প্রমুখ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলটির আগে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি জামাতের হরতালের প্রতিবাদে ইয়ারুল ইসলামের

নেতৃত্বে মিছিল

বিএনপি জামাতের হরতালের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিলের আয়োজন করা হয়।

রবিবার বিকেলে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ফিন টাওয়ারের সামনে থেকে বিএনপি-জামাতের হরতালের প্রতিবাদে মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর পৌরসভার সামনে এসে শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ারুল ইসলাম বলেন জামাত-বিএনপি শান্তিপূর্ণ তথাকথিত মহাসমাবেশের নামে তারা যে ওরাজগতা করেছে তারা তাদের কথার সাথে এবং জাতির সাথে বেইমানি করে সারা ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা সহ তাদের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও সাধারণ গাড়িতে অগ্নিসংযোগ আমরা লক্ষ্য করেছি তারপরেও তারা থেমে থাকে নি। কাকরাইলে পুলিশ বক্সে অগ্নিসংযোগ এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের অতীতের চেহারা অতীতের চরিত্র পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে এটা আজকে জাতির কাছে কর্মকাণ্ডের উপর আমরা ধিক্কার জানাই।

প্রতিবাদ মিছিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা যুবলীগের সেক্রেটারি সাজ্জাদুল আলম, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, আমঝুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য আক্তার হোসেন, শ্যামপুর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল আলম, ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা সুমন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মাবুদ সহ মেহেরপুর জেলা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতা কর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় হরতালের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হরতালের নামে বিএনপি-জামায়াতের হত্যা, অগ্নি সংযোগ, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজুর সার্বিক দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ নেতাদের পক্ষ থেকে দামুড়হুদায় শান্তি সমাবেশ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে বাসস্ট্যান্ডে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে হরতাল বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেব, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক মমিন মাস্টার, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন আলী ও যুবলীগ নেতা ফজলুর রহমান ফজু।

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আশা মোল্লা, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মালেক ভূইয়া, স্বপন মালিথা, সরোয়ার সিদ্দিক মামুন, পিন্টু, মোমিন, আবুল কাশেম, উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ, বশিরসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

হরতালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল

সারাদেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতালের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে সরকারি কেসি কলেজ চত্বর থেকে জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এমপি।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় আব্দুল হাই এমপি, জেলা আওয়ামী নেতা মাসুদ আহম্মেদ সঞ্জু, সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন, ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আল-ইমরান, জেলা সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেল ও সাধারন সম্পাদক রানা হামিদ, জেলা যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লবসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সকলকে বিএনপির ডাকা হরতাল প্রত্যাখান করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, হরতালের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও জ্বালাও পোড়াও করার চেষ্টা করলে তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেবে আওয়ামী লীগ।

এদিকে জেলা যুবলীগ নেতা বাসের আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে শহরে হরতাল বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১টায় হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর ফুটবল মাঠে।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে দেশে সকল প্রতিবন্ধি, বিধবা, বয়স্ক ও শিশু ভাতাসহ অসংখ্যক ভাতা প্রদান করছে সরকার। শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। দেশের উন্নয়নের কথা ভাবে। অতীতে কোনো সরকার প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবেন নাই, গর্ভধারণ নারীদের নিয়ে চিন্তা করেন নাই, গরীবদুঃখী শিশুদের পুষ্টির কথা ভাবেন নাই, অবহেলিত বয়স্ক বৃদ্ধ-বাবা মায়েদের কথা ভাবেন নাই, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন। কোন সরকার দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার কথা ভাবেন নাই, শেখ হাসিনার সরকার ভেবেছে। কোন সরকার ভাবেন নাই, কিভাবে অসহায় পরিবারের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে, শেখ হাসিনা সরকার ভেবেছে। বঙ্গবন্ধুর নাতনি জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াাজেদ পুতুল আজ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও তাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের ভাই, আপনাদেরই ছেলে আরেকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট চাইছি এবং ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আবারো শেখ হাসিনাকে বসাতে হবে। আপনারা সবাই নৌকায় ভোট দিবেন।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি আপনারা ভুল করেন তাহলে বিএনপি জামাত আবারো মানুষকে জিম্মি করবে। সন্ত্রাসের রাজত্বকায়েম করবে। সকল প্রকার ভাতা বাতিল করবে। যদি আরো সুবিধা পেতে চান তাহলে নৌকায় ভোট দিতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্য দোয়া কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। এর আগে তিনি ভাতাভোগীদের

নিকট থেকে সরকারের উন্নয়ন কথা মনোযোগসহকারে শুনেন।

অনুষ্ঠান শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশিদ।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন।

দামুড়হুদা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হকের সঞ্চালনায়, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাজী আলী আহম্মদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বিপ্লব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ,যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান সহ হাউলী ইউনিয়নের সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।